যায়যায়দিন

তারিখ 16 JUL 2009
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫

শিক্ষা খাতে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত

যায়াদি রিপোর্ট

দেশের শিক্ষা খাতে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রণালয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি, বিষয় ও শাখা খোলার অনুমতির কপি এখন থেকে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য কিছু দিনের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট খোলা হচ্ছে।

শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সভায় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। www.educationboardresults.gov.bd ওয়েবসাইটে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল পাওয়া যাবে। ২০০৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফল পরীক্ষামূলকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়। পরীক্ষার খাতা পুনঃপরীক্ষাকরণ কার্যক্রমে গতি আনার জন্য অনলাইন বা এসএমএসের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে। এছাড়া ফল প্রকাশের সাতদিনের মধ্যে পরীক্ষার্থীকে আবেদন করতে হবে বলে সভায় জানানো হয়।

এছাড়া সব শিক্ষা বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশনের পাইলটিং কাজ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ই-এসআইএফের (ইলেকট্রনিক- স্টুডেন্ট ইনফরমেশন ফর্ম) মাধ্যমে শুরু করা হবে।

পর্যায়ক্রমে সিদ্ধান্ত : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

সিদ্ধান্ত : ডিজিটাল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথমে অফ লাইন এবং পরে অনলাইনে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানায়। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় সব পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম অন লাইনে করা হবে। সব শিক্ষা বোর্ডে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন প্রতিবেদন স্ব স্ব শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। তাছাড়া ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে শিক্ষা বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে দর্শনার্থী কমানো, দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস ও ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হবে।